তারিখ 26 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পাবলিক পরীক্ষার অভিন্ন প্রশ্ন

শিক্ষা | ম. হালিম

শিক্ষক

আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৮ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্ত আটটি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে এবং ফলের তারতম্য দূর করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে একই প্রশ্নে একই মূল্যায়ন পদ্ধতিতে সারাদেশে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি কৃত্রিম বৈষম্য দূরীভূত হবে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা সমান সুযোগ পাবে। আন্তঃবোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান মন্ত্রণালয়ের ওই নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন। এর পক্ষে-বিপক্ষে মতামত যাই থাকুক, আগামী প্রজন্ম মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যায়নের সমতা ফিরিয়ে আনতে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। এখানে বোর্ডগুলোর কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন ও নানা কর্মযজ্ঞে প্রাপ্ত অর্থের স্বার্থকে পরিহার করতে হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এসএসসি ও এইচএসসি স্তরে বিভিন্ন শ্রেণির সিলেবাস প্রণয়ন করে পাঠ্যপুস্তক ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করে। ১ জানুয়ারি সারাদেশে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব পালিত হয়। সারা বছর শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে। জেএসসি-এসএসসি-এইচএসসি তিনটি চূড়ান্ত পরীক্ষা আটটি বোর্ডের মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার নামে লটারি চালু করেছে। আটটি বোর্ডের কর্মকর্তারা যথাক্রমে প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি পত্রে ৩ সেট প্রশ্ন শিক্ষকদের দ্বারা প্রণয়ন করান। এরপর সব বোর্ডের চেয়ারম্যান বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি পত্রে ৮×৩=২৪ সেট প্রশ্ন নিয়ে লটারি করেন। এভাবে এতকাল প্রশ্ন বাছাই করে বিভিন্ন বোর্ড তাদের পরীক্ষা নিয়েছে। চলতি বছর কুমিল্লা বোর্ডের পাসের হার এইচএসসিতে ৫০-এর নিচে নেমে গেছে। ইংরেজি বিষয়ে পাসের হার শতকরা ৩৭.৯৪। কুমিল্লা বোর্ডের ভাগ্যে ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্ন রাজশাহী বোর্ড প্রণীত

এবং দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন চট্টগ্রাম বোর্ডের সেট পড়ে। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান এই তথ্য জানিয়েছেন। তাই দেখা যাচ্ছে, অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে লটারি বন্ধ হবে। প্রশ্ন পাসের অজুহাত তুলে পরীক্ষার্থীদের নিয়ে এ ধরনের তামাশা বন্ধ হওয়া উচিত। আসলে বোর্ডের রেজি. ফরম ফিলাপ, প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন সেট তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রদান একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। শুরুতে তার নাম ছিল কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন। বিজ্ঞজনের ধ্যান-ধারণা সে শব্দটাকে নাকি সহজ করার জন্য সৃজনশীল নাম রাখা হয়েছে। শিক্ষকরা শব্দটা বিশ্লেষণ করে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল করার নামে আরও বেশি নোট-গাইড-কোচিংনির্ভর করে তুলেছেন। শিক্ষকদের প্রতি আমার অনুরোধ, একজন ছাত্রছাত্রী তো আপনার প্রতিপক্ষ নয়। তাকে সৃজনশীল প্রশ্নের নামে গভীর সমস্যায় ফেলে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলব, তা হতে পারে না। আমি ও-লেভেলের পদার্থবিজ্ঞানের তিন-চারটি বই দেখেছি, কই সেখানে তো সৃজনশীলের নামে এত জটিল প্রশ্ন করা হয় না। আমাদের এসএসসির বইগুলো আরও সহজ হতে হবে। যারা প্রশ্ন প্রণয়ন করেন, তাদের প্রতি অনুরোধ, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন মাথায় রেখে মেধা যাচাইয়ের আরও সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা সমস্যা হিসেবে অনেকে বলেছেন, এক জায়গায় প্রশ্ন ফাঁস হলে সারাদেশে ফাঁস হবে। প্রশ্ন তো সর্বদায়ই ফাঁস হচ্ছে। প্রশ্ন ফাঁসের জন্য দায়ী কে? নিশ্চয় শিক্ষক সমাজ অথবা শিক্ষা প্রশাসনে গোপনীয় কাজে কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা। এ জন্য আজ অভিভাবকদের দাবি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন ও স্থানীয়ভাবে প্রশ্ন ছাপানো যায় কি-না তা ভেবে দেখা দরকার। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা সে পরামর্শ দিয়েছেন। এ ছাড়া পরীক্ষার দিন বিভিন্ন কক্ষে প্রশ্ন নেওয়ার জন্য যখন অধ্যক্ষের কক্ষে প্রশ্ন গণনা করা হয়, তখন দুরভিসন্ধি শিক্ষক এক ফাঁকে প্রশ্নের ছবিটা তুলে দ্রুত চলে যান। এভাবেই প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেট কোনো দিন আসেন কোনো দিন আসেন না, অধ্যক্ষ নিরুপায়। এ ধরনের সুযোগ বন্ধ করতে হবে। এমসিকিউ প্রশ্ন আগের চেয়ে আরও কমিয়ে আনা উচিত। অথবা পারমুটেশন পদ্ধতিতে প্রশ্নের নম্বর সাজিয়ে দিতে পারলে দেখাদেখি করার সুযোগ থাকবে না। খাতা মূল্যায়ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বোর্ড যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেটাকে আরও সুন্দর করতে হবে। তার আগে সৃজনশীল নয়, কাঠামোবদ্ধ নামের প্রশ্ন কাঠামোর মধ্যে প্রণয়ন করতে হবে। এটা বাস্তবায়িত হলে মেধা যাচাইয়ে সারাদেশে সমতা ফিরে আসবে। তারপরও জাতির কর্ণধার শিক্ষক সমাজ যদি অনৈতিক পথ থেকে ফিরে না আসেন, তাহলে কোনো পদ্ধিতেই সাফল্য আসবে না।

অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বোর্ডের আওতাধীন স্কুল ও কলেজ কতটা সাফল্য অর্জন করেছে, বোর্ডগুলোর তদারকি আছে কি-না তা ফুটে উঠবে। আসলে পরীক্ষা ফল খারাপের জন্য শিক্ষা বিভাগের কোনো জবাবদিহি নেই, আইন আছে বাস্তবায়ন নেই। এটা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। শিক্ষক সমাজের নানা ব্যাধি দূর করতে পারলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হবে।